হজরত আয়েশার (রাঃ) সাক্ষাতকার (১)

আকাশ মালিক

- আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমার সাথে কিছুক্ষণ সময় দেয়ার জন্য। আপনার রূপ, মেধা, প্রজ্ঞা, প্রতিভার প্রশংসা অনেকেই করেছেন, কিন্তু বাস্তবে দেখিনি বিধায় মনের মানস-পটে আপনার অবয়ব কল্পনা করেছি, কখনো দূর্গা, কখনো সীতা, কখনো পার্বতী, কখনো রাজলক্ষী, কখনো মেরী ম্যাগডালিয়ন আবার কখনো ব্রুকশীল্ড এর রূপে। সাক্ষাত দর্শনের আশা নিয়ে নিদ্রা-যাপন করেছি বহু রজনী। আজ নিশীতে আপনাকে পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমার কল্পনা একেবারে মিথ্যে হয়নি, আপনি সত্যিই সুন্দর। ১৫ শত বৎসর অতিবাহিত প্রায়, আজও ইসলামী জগতে আপনাকে নিয়ে সম্ভবত সব চেয়ে বেশী জল্পনা-কল্পনা, আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। আজ নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আসল সত্যটা শুন্‌তে পারবো।

- আপনাকেও ধন্যবাদ। কথা হলো আমার কাছ থেকে শুন্‌তে পারবেন, আমি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবো, তবে এটাই যে আসল সত্য সেকথা সকলে মানবেনা।

- কেন মানবেনা?

- এই মানা, না-মানা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সমস্যাটা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনিই আছে। হজরত আলী আমার বাবাকে, হজরত ওমরকে, হজরত ওসমানকে মানতেননা, আমি আলীকে মানতামনা, মোয়াবিয়া আলীকে মানতেননা। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের যুগের ইসলামের তুলনায় আপনাদের সময়ের ইসলাম অনেক শান্তিপূর্ণ ও মানবিক।

- আচ্ছা থাক, আমরা সে দিকে যাচ্ছিনা। আপনার সাথে প্রধানত দুটো বিষয় নিয়েই আলোচনা করবো।

- আমি জানি।

- কি জানেন?

- আমার বিয়ের বয়স আর জঙ্গে জামাল।

- জানলেন কিভাবে?

- এই যে বল্লেননা, মনের মানস-পটে আমার অবয়ব কল্পনা করে, সাক্ষাত দর্শনের আশা নিয়ে নিদ্রা-যাপন করেছেন বহু রজনী?

- আচ্ছা এবার আমাদের পাঠকদের অবগতির জন্য আপনার সংক্ষিপ্ত বংশ-পরিচয় দিয়ে শুরু করা যাক।

- আমার নাম আয়েশা বিন্‌তে আবু বকর। বাবার নাম আবু বকর। আমার বাবার আসল নাম ছিল আবু'ল কা'বা। বাবা ছিলেন আমার স্বামী মোহাম্মদের (দঃ) দুই বৎসরের ছোট আর আমি ছিলাম তাঁর চুয়াল্লিশ বছরের ছোট। আমার দাদার নাম ওসমান, (খলিফা ওসমান নন)। দাদার আরেক নাম ছিল আবু-কাহাফা। সালমা আমার দাদীর নাম (আমার স্বতীন সালমা নন), লোকে তাঁকে উম্মুল-কাহির বলে ডাকতো। কোরেশ বংশের বনু-তা'য়ীম গোত্রে ৬১৪ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। লোকে আমাকে আয়েশা সিদ্দিকা বলে ডাকেন। সিদ্দিকা আমার উপাধি। উপাধিটা আমার স্বামী দিয়েছিলেন কোন এক বিশেষ ঘঠনার পর। সে কথা পরে বলবো।

- অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক ইসলাম ঘোষনার চার বৎসর পর আপনার জন্ম?

- জ্বী, আমি জন্মসুত্রেই মুসলমান। আমার স্বামী ৬১০ খৃষ্টাব্দে ইসলাম ঘোষনা দেন।

- আপনি কি কোন দিন তাঁর সাথে আপনার বিয়ের কথা ভেবেছিলেন?

- বিয়ের পরেও ভাবতে পারিনি যে আমার বিয়ে হয়েছে, আগে ভাববো কোত্থেকে?

- কত ছিল বয়স?

- আট। আসলে ওখানে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিলনা।
- আপনার কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল?
- ঠিক বয়ফ্রেন্ড না হলেও একজন মানুষকে আমার জানা ছিল, তাকে আমার ভাল লাগতো। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড় ছিল।
- নামটা জানতে পারি?
- জোবায়ের ইবনে মোত'াম।
- বিয়ে হলোনা কেন?
- বাবা নিজেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে রাজী হলোনা।
- মোহাম্মদকে (দঃ) আপনি, না আপনার বাবা প্রস্তাব করেছিলেন?
- আমি প্রস্তাব দেবো কি? আট বৎসরের মেয়ে একান্ন বৎসর বয়সের কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে শুনেছেন কোথাও? আমার বাবাও দেননি। উনি নিজেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন আমার বাবার কাছে।
- আপনার বাবা রাজী হয়ে গেলেন?
- প্রথমে রাজী হননি। উনিতো আবার সম্পর্কে আমার চাচা ছিলেন। বাবা উনাকে বল্লেন 'আয়েশা যে তোমার ভাতিজী হয়, তাকে তুমি বিয়ে করবে কিভাবে?' উনি বল্লেন ' পারিবারিক সুত্রে সে আমার ভাতিজী হয় সত্য, কিন্তু ধর্মীয় সুত্রে আয়েশা আমার বোন।
- ব্যাস, তিনি মেনে নিলেন?
- না। কিন্তু এরপরে উনি (মোহাম্মদ) যা বল্লেন, তা আমার বাবার জীবন-মরণ, মান-সম্মান, আত্ম-মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।
- প্রাণ নাশের হুমকি?
- আরে না, উনি বোকা নাকি, বাবাকে হুমকি দেবেন? আর হুমকি দেয়ার মত বাহুবল-জনবল তাঁর তখনো হয়ে ওঠেনি। তিনি বল্লেন, আল্লাহ্‌র নাকি আমাকে পছন্দ লেগে গেছে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ই ঘটক হয়ে তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।
- আপনার বাবার কাছে?
- দুর ছাই, আমার বাবা কি ইব্রাহীম পয়গাম্বর ছিলেন নাকি, সপ্নে দেখবেন ছেলে কুরবানী দিতে? একবার নয় দুইবার নয় পুরো তিনবার উনি (মোহাম্মদ) আমাকে সপ্নে দেখেছেন। একেবারে বেহেস্তি রেশমী কাপড় দিয়ে বিয়ের সাজে সাজিয়ে, আমাকে কোলে করে নিয়ে জিব্রাইল তাঁর সামনে হাজির। বল্লেন- 'মোহাম্মদ, তোমার জন্য বেহেস্তি উপহার।' আস্তে করে বাসর রাতে নব-বধুর ঘোমটা উঠানোর মত উনি কাপড় উম্মুক্ত করে দেখতে পেলেন জীবন্ত আমি জিব্রাইলের কোলে বসে আছি।
- আপনার বাবা বিশ্বাস করে ফেল্লেন? তিনি বুঝি খুবই সরল প্রকৃতির ছিলেন?
- সরল পকৃতির বলবোনা কারণ তিনি একাধারে একজন দক্ষ ব্যবসায়ী, কম্যুনিটি লিডার এবং সর্বোপরি একজন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। সরল পকৃতির মানুষের পক্ষে ওগুলো সম্ভব হয়না। তবে বাবা একজন অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন।
- আপনার বাবাকে অন্ধ-বিশ্বাসী বল্লেন?
- স্যরি, তা হয়তো বলা ঠিক হয়নি কিন্তু এছাড়া বিকল্প শব্দ খোঁজে পাচ্ছিনা। বাবা উনার প্রতি কেমন অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন ঘঠনাটা বলছি। ইসলাম ঘোষনার তখন দশ বৎসর চলছিল। আমার বয়স যখন ছয়, তখন মক্কায় এক বিরাট হুলুস্থুল পড়ে যায়।

চলবে-